ইউনিট–৮

প্রভু যীশুর শেষ ভোজ ও যাতনাভোগ

ভূমিকা

প্রভু যীশু তাঁর প্রচার ও শিক্ষাদানের কাজ শেষ করেছেন। তিনি এখন মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। শত্রুপক্ষ তাঁকে বধ করার সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে ফেলেছে। জেরুজালেম শহর তখন লোকে লোকারণ্য। জীবনে অন্ততঃ একবার হলেও নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে যিহুদী পুণ্যার্থীদের জেরুজালেমে আসতে হতো। তাই দেশ-দেশান্তর থেকে এসেছে অগণিত পুণ্যার্থী। মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তির ঘটনা স্মরণ করার এই উৎসবে প্রভু যীশুও এসেছেন। যীশুর জীবনের শেষ সপ্তাহটিতে তিনি দিনের বেলায় থাকতেন জেরুজালেমে এবং রাত কাটাতেন বৈথনিয়াতে।

যীশু বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর সময় এসে গেছে। মানুষের পাপ মোচনের জন্য কঠিন যন্ত্রণায় তাঁকে তাঁর দেহের পবিত্র রক্ত ঈশ্বরের পায়ে ঢেলে দিতে হবে। তাই মৃত্যুর পূর্বে যারা তাঁর অতি আপনজন ছিলেন, যারা এই তিনটি বৎসর তাঁর সংগে সংগে ছিলেন, তিনি তাদের সংগে একান্তভাবে সময় দিতে চাইলেন। তিনি নিজে যেমন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তেমনি তাঁর শিষ্যদেরও তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। এই জন্যে এই ইউনিটের পাঠে আমরা প্রভু যীশুর প্রদত্ত এক নতুন বিধানের কথা পাঠ করবো; তাঁর গভীর মর্মবেদনায় গেৎসিমানী বাগানে প্রার্থনার বিষয় আলোচনা করবো এবং শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি দিন কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল তা আলোচনা করবো।

পাঠ–১ : নিস্তারপর্ব পালন ও প্রভুর শেষভোজ
(মার্ক ১৪:১২-৩১)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- প্রভুর ভোজে রুটি ও পেয়ালা কেন ব্যবহৃত হয়েছিল, তা বলতে পারবেন।
- মৃত্যু থেকে জীবিত হবার পর যীশু কী করবেন, তা বলতে পারবেন।
- 'পাস্কা' কথাটির অর্থ বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৮.১.১

খামিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিনে উদ্ধার-পর্বের ভোজের জন্য ভেড়ার বাচ্চা কাটা হতো। তাই শিষ্যেরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার জন্য উদ্ধার-পর্বের ভোজ কোথায় গিয়ে আমাদের প্রস্তুত করতে বলেন?"

৮.১.২

তখন যীশু তাঁর দু'জন শিষ্যকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, "তোমরা শহরে যাও। সেখানে এমন একজন পুরুষ লোকের দেখা পাবে, যে একটা কলসীতে করে জল নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা তার পিছনে পিছনে যেয়ো। সে যে বাড়ীতে ঢুকবে সেই বাড়ীর কর্তাকে বোলো, 'গুরু বলছেন, শিষ্যদের সংগে যেখানে আমি উদ্ধার-পর্বের ভোজ খেতে পারি আমার সেই অতিথি-ঘরটা কোথায়?' এতে সে তোমাদের উপরতলার একটা সাজানো বড় ঘর দেখিয়ে দেবে। সব কিছু সেখানেই প্রস্তুত কোরো।"

৮.১.৩

তখন শিষ্যেরা গিয়ে শহরে ঢুকলেন, আর যীশু যেমন বলেছিলেন সব কিছু তেমনই দেখতে পেলেন এবং উদ্ধার-পর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন। সন্ধ্যা হলে পর যীশু সেই বারোজনকে নিয়ে সেখানে গেলেন। তাঁরা যখন বসে খাচ্ছিলেন তখন যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে, আর সে আমার সংগে খাচ্ছে।"

শেষ ভোজন

৮.১.৪

শিষ্যেরা দুঃখিত হলেন এবং একজনের পরে আর একজন বলতে লাগলেন, "সে কি আমি, প্রভু?" যীশু তাঁদের বললেন, "সে এই বারোজনের মধ্যে একজন, যে আমার সংগে পাত্রের মধ্যে রুটি ডুবাচ্ছে। মনুষ্যপুত্রের মৃত্যুর বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রে যা লেখা আছে তিনি সেভাবেই মারা যাবেন বটে; কিন্তু হায় সেই লোক, যে তাঁকে ধরিয়ে দেয়! সেই লোকের জন্ম না হলেই বরং তার পক্ষে ভাল হতো।"

৮.১.৫

খাওয়া-দাওয়া চলছে, এমন সময় যীশু রুটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তা টুকরা টুকরা করে শিষ্যদের হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও, এটা আমার দেহ।" তারপর তিনি পেয়ালা নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং শিষ্যদের দিলেন। তাঁরা সবাই সেই পেয়ালা থেকে খেলেন। তখন যীশু তাঁদের বললেন, "এ আমার রক্ত যা অনেকের জন্য দেওয়া হবে। মানুষের জন্য ঈশ্বরের নতুন ব্যবস্থা আমার এই রক্তের দ্বারাই বহাল করা হবে। তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আমি ঈশ্বরের রাজ্যে আঙ্গুর ফলের রস আবার নতুন ভাবে না খাই ততদিন পর্যন্ত আর আমি তা খাব না।" এর পরে তাঁরা একটা গান গেয়ে বের হয়ে জৈতুন পাহাড়ে গেলেন।

৮.১.৬

যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমাকে নিয়ে তোমাদের সকলের মনে বাধা আসবে। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, 'আমি পালককে মেরে ফেলব, তাতে মেষগুলো ছড়িয়ে পড়বে।' তবে আমাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হলে পর আমি তোমাদের আগেই গালীলে যাব।"

৮.১.৭

তখন পিতর বললেন, "সবার মনে বাধা আসলেও আমার মনে বাধা আসবে না।" যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজ ভোর রাতে মোরগ দু'বার ডাকবার আগেই তুমি তিন বার বলবে যে, তুমি আমাকে চেনো না।" কিন্তু পিতর আরও জোর দিয়ে বললেন, "যদি আমাকে আপনার সংগে মরতেও হয় তবুও আমি কখনও বলব না যে, আমি আপনাকে চিনি না।" শিষ্যেরা সবাই সেই একই কথা বললেন।

সার-সংক্ষেপ

যিহুদীদের জন্য নিস্তারপর্ব ছিল মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তির স্মরণোৎসব। প্রভু যীশু নিস্তারপর্বের নতুন অর্থ আরোপ করলেন। নিস্তারপর্বের সময় যে মেষশাবক মারা হতো, যীশু নিজেকে সেই মেষশাবকের সংগে তুলনা করলেন। তিনি নিজেই ঈশ্বরের নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক যিনি মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য ক্রুশে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। ভোজে বসে তিনি রুটি হাতে নিলেন এবং তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "এই নাও, এটা আমার দেহ।" তারপর পেয়ালা নিয়ে বলেছিলেন, "এ আমার রক্ত! মানুষের জন্যে ঈশ্বরের নতুন ব্যবস্থা।" পাস্কা মানে হচ্ছে মেষশাবক। তিনি নিজেকে বলিকৃত মেষশাবকের সাথে তুলনা করেছেন। রুটি ভাঙ্গা হলে যেমন অনেকে খেতে পারে, তেমনি প্রভু যীশু ক্রুশে ভগ্ন হওয়াতে সমস্ত জাতির মানুষ "জীবন রুটি" খেতে পারে। তাঁর পাতিত রক্তে সমস্ত মানুষের পাপের ক্ষমা হয়।

মনে রাখুন

রুটি ভাঙলে যেমন অনেকে খেতে পারে, তেমনি প্রভু যীশু ক্রুশে ভগ্ন হতে চলেছেন যাতে সকল মানুষ 'জীবন রুটি' খেতে পারে। সেইভাবে প্রভুর ভোজের পেয়ালা মানুষের জন্যে ঈশ্বরের নতুন চুক্তি। যীশুর রক্তের গুণে তা বহাল থাকবে।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

খামি : রুটি বা এই জাতীয় কিছুতে ফুলে ওঠার জন্য ময়দার সঙ্গে এক রকম গাঁজ ব্যবহার করা হয়। এর নাম খামি।

খামিহীন রুটির পর্ব : এটা যিহুদীদের একটা পর্বের নাম। উদ্ধার-পর্বের পরের সাত দিন ধরে এই উৎসব চলতো। খামি না দিয়ে তৈরি রুটি খাওয়া এই পর্বের একটা বিশেষ দিক ছিল।

জৈতুন : জেরুজালেমের পূর্বদিকে কিদ্রোণ স্রোতের পরেই জৈতুন পর্বত অবস্থিত। এই পর্বতে বহুসংখ্যক জলপাই গাছ ছিল বলেই এর নাম জৈতুন পর্বত রাখা হয়েছে। এই পাহাড়ের উপত্যকায় গেৎসিমানী বাগান অবস্থিত ছিল। এই জৈতুন পাহাড় থেকেই যীশু স্বর্গারোহণ করেছিলেন।

নিস্তার পর্ব : এটি যিহুদীদের একটি পর্ব। এটিকে খামিহীন (তাড়ীশূন্য) রুটির পর্বও বলা হয়। মিশরের রাজা ফারাও'র কবল থেকে যে হিব্রু জাতি উদ্ধার পেয়েছিল, সেই ঘটনা স্মরণ করে এই পর্ব পালন করা হয়।

হিব্রু জাতি যখন মিশরে বন্দী ছিল তখন ঈশ্বর তাদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, নিখুঁত এক বছরের ভেড়ার বাচ্চা কেটে ভোজের আয়োজন করতে। ভোজ শেষে তাদের ঘরের দরজায় ঐ বধ-করা মেষের রক্ত লেপে দিতে হবে। যখন রাতের অন্ধকারে মৃত্যুদূত মিশরের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে, তখন রক্ত মাখানো দরজা অতিক্রম করে অন্যান্য গৃহে মৃত্যুদূত প্রবেশ করবে এবং সবকিছুর প্রথমজাতকে হত্যা করবে। এই ঘটনার পর মিশরীয়রা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে তাদের মুক্ত করে দেয়। তারপর থেকে পুরুষানুক্রমে এই নিস্তারপর্ব (উদ্ধার-পর্ব) পালিত হয়ে আসছে। জেরুজালেমের বিশ মাইলের মধ্যে ১২ বছরের ঊর্ধ্বে সব পুরুষকে এই পর্বে যোগ দিতে আসতে হতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রভু যীশুর ভোজে রুটি কিসের প্রতীক ছিল?
- ক) যীশুর দেহ
- খ) শিষ্যদের দেহ
- গ) ক্ষুধা নিবারণ
- ঘ) টাকা-পয়সা

২। মৃত্যু থেকে জীবিত হবার পর যীশু কী করবেন?
- ক) অদৃশ্য হয়ে যাবেন
- খ) শিষ্যদের আগে গালীলে যাবেন
- গ) শিষ্যদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকবেন
- ঘ) মরণজয়ী নাম পাবেন

৩। নিস্ড়ারপর্বে 'পাস্কা' কথাটি দ্বারা কী বুঝায়?
- ক) উৎসব আনন্দ
- খ) নতুন চুক্তি
- গ) মেষশাবক
- ঘ) পেয়ালা

পাঠ–২ : গেৎসিমানী বাগানে প্রভু যীশুর মর্মবেদনা
(মার্ক ১৪:৩২-৪২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- গেৎসিমানী নামের অর্থ বলতে পারবেন।
- গেৎসিমানী বাগানে পিতার কাছে প্রভু যীশুর প্রার্থনা কী ছিল, তা বলতে পারবেন।
- দুঃখের পেয়ালা কিসের প্রতীক ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৮.২.১

যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা গেৎসিমানী নামে একটা জায়গায় গেলেন। সেখানে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি যতক্ষণ প্রার্থনা করি ততক্ষণ তোমরা এখানে বসে থাক।" এই বলে তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে নিজের সংগে নিলেন এবং মনে খুব ব্যথা ও কষ্ট পেতে লাগলেন। তিনি তাঁদের বললেন, "দুঃখে যেন আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমরা এখানে জেগে থাক।"

৮.২.২

তারপর তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে প্রার্থনা করলেন যেন সম্ভব হলে এই দুঃখের সময়টা তাঁর কাছ থেকে দূর হয়। তিনি বললেন, "আব্বা, অর্থাৎ পিতা, তোমার কাছে তো সবই সম্ভব। এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে তুমি নিয়ে যাও। তবুও আমার ইচ্ছামতো না হোক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামতো হোক।"

৮.২.৩

এর পরে তিনি শিষ্যদের কাছে ফিরে এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি পিতরকে বললেন, "শিমোন, তুমি ঘুমোচ্ছ? এক ঘণ্টাও কি জেগে থাকতে পার নি? জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়। অন্তরের ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু দেহ দুর্বল।"

৮.২.৪

পরে যীশু আবার গিয়ে সেই একই প্রার্থনা করলেন। ফিরে এসে তিনি দেখলেন আবার তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, কারণ তাঁদের চোখ ঘুমে ভারী হয়ে গিয়েছিল। শিষ্যেরা যীশুকে কী উত্তর দেবেন বুঝলেন না। তৃতীয় বার ফিরে এসে তিনি তাঁদের বললেন, "এখনও তোমরা ঘুমোচ্ছ আর বিশ্রাম করছ? যথেষ্ট হয়েছে। সময় এসে পড়েছে। দেখ, মনুষ্যপুত্রকে এখন পাপীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওঠো, চল, আমরা যাই। যে আমাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে সে এসে পড়েছে।"

সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু দুঃখভোগ ও মৃত্যুবরণের প্রস্তুতির জন্যে গেৎসিমানী বাগানে প্রার্থনা করতে এলেন। গেৎসিমানী নামের অর্থ হচ্ছে "তেলের কল"। জলপাই ফল তেলের কলে পিষলে তেল বের হয়। তেমনি প্রভু যীশুও গেৎসিমানী বাগানে অনেক কষ্ট পেয়েছেন। নিদারুণ যন্ত্রণায় অভিভূত হয়ে তিনি তিন বার প্রার্থনা করেছিলেন। বলেছিলেন, "আব্বা, পিতা, তোমার কাছে তো সবই সম্ভব। এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে তুমি নিয়ে যাও। তবুও আমার ইচ্ছামতো না হোক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামতো হোক।" এই দুঃখের পেয়ালা ছিল পাপরূপ বিষের প্রতীক। জগতের মানুষের পাপকে এই বিষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রভু যীশুর নিষ্পাপ সত্তায় পাপ গ্রহণ করতেই তার এই যন্ত্রণা, এত কষ্ট। তাই প্রার্থনা ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের আকুতি।

মনে রাখুন

সাধু সুন্দর সিং প্রার্থনার একনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ২২ অক্টোবর কলকাতার বিশপ কলেজে প্রার্থনা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটে না, বরং পরিবর্তিত হয়ে যাই আমরা নিজেরাই।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

গেৎসিমানী : জেরুজালেমের কাছাকাছি জৈতুন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি বাগান। এখানে যীশু দুঃখভোগ করেছিলেন এবং শত্রুরা এখান থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

দুঃখের পেয়ালা : প্রভু যীশু এই কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এর মানে হচ্ছে, তিনি সমস্ত জগতের পাপী মানুষের পাপের তিক্ত পেয়ালা থেকে সব পাপ নিজে গ্রহণ করে মানুষের জন্যে পবিত্র জীবন লাভের উপায় করে দেবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গেৎসিমানী নামের অর্থ হলো
   ক) তেলের কল খ) পানির কল গ) চিনির কল ঘ) করাত কল

২। দুঃখের পেয়ালা কিসের প্রতীক ছিল?
   ক) অভিশাপের খ) পরিত্রাণের গ) পাপরূপ বিষের ঘ) আনন্দের

৩। গেৎসিমানী বাগানে পিতার কাছে প্রভু যীশুর প্রার্থনা কী ছিল?
   ক) আমার ইচ্ছা ও পিতার ইচ্ছা এক না হোক
   খ) আমার ইচ্ছার সঙ্গে পিতার ইচ্ছা মিলে যাক
   গ) আমার ইচ্ছামতো না হোক, পিতার ইচ্ছামতো হোক
   ঘ) পিতার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতেও তেমনি হোক

পাঠ–৩ : যীশুকে শত্রুহস্তে সমর্পণ
(মার্ক ১৪:৪৩-৫২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- যিহুদার চুম্বন কিসের প্রতীক ছিল, তা বলতে পারবেন।
- রাতের কোন্ প্রহরে যীশু গ্রেফতার হন, তা বলতে পারবেন।
- মহা-পুরোহিতের দাসের কী হয়েছিল, তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৮.৩.১

যীশু তখনও কথা বলছেন, এমন সময় যিহুদা সেখানে আসল। সে সেই বারোজন শিষ্যের মধ্যে একজন ছিল। তার সংগে অনেক লোক ছোরা ও লাঠি নিয়ে আসল। প্রধান পুরোহিতেরা, ধর্মশিক্ষকেরা ও বৃদ্ধ নেতারা এই লোকদের পাঠিয়েছিলেন।

৮.৩.২

যীশুকে যে ধরিয়ে দিয়েছিল সে ঐ লোকদের সংগে একটা চিহ্ন ঠিক করেছিল। সে বলেছিল, "যাকে আমি চুমু দেব, সে-ই সেই লোক। তোমরা তাকেই ধরো এবং পাহারা দিয়ে নিয়ে যেয়ো।" তাই যিহুদা সোজা যীশুর কাছে গিয়ে বলল, "গুরু!" এই কথা বলেই সে তাঁকে চুমু দিল। তখন সেই লোকেরা যীশুকে ধরল। যাঁরা যীশুর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর ছোরা বের করলেন এবং মহা-পুরোহিতের দাসকে আঘাত করে তার একটা কান কেটে ফেললেন।

৮.৩.৩

যীশু সেই লোকদের বললেন, "আমি কি ডাকাত যে, আপনারা ছোরা ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছেন? আমি তো প্রত্যেক দিনই আপনাদের মধ্যে থেকে উপাসনা-ঘরে শিক্ষা দিতাম, কিন্তু তখন তো আপনারা আমাকে ধরেন নি। অবশ্য শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হতে হবে।"

৮.৩.৪

সেই সময় শিষ্যেরা সবাই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। একজন যুবক কেবল একটা চাদর পরে যীশুর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। লোকেরা যখন তাকে ধরল তখন সে কাপড়খানা ছেড়ে খালি গায়েই পালিয়ে গেল।

সার-সংক্ষেপ

গেৎসিমানী বাগানে তখন মাঝরাত। যীশু শিষ্যদের সংগে কথা বলছেন, এমন সময় যিহুদা মহা-পুরোহিতের সৈন্যদলের হাতে যীশুকে ধরিয়ে দেবার জন্য 'গুরু' বলে ডাক দিয়ে যীশুকে চুমু দিল। যিহুদার চুম্বন ছিল প্রতারণা ও অসম্মানের প্রতীক। যীশু কিন্তু যা ঘটবে সবই জানতেন। হয়তো গ্রেপ্তারের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। অথচ তারা ডাকাতের মতো লাঠিসোঠা নিয়ে যীশুকে গ্রেপ্তার করলো। প্রভু যীশু বললেন, 'আমি কি ডাকাত যে আপনারা ছোড়া ও লাঠি নিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন?' যীশুর একজন শিষ্য একটি ছোরা দিয়ে মহা-পুরোহিতের চাকরের একটি কান কেটে দিলেন। যীশু সেই শিষ্যকে অনুযোগ করেছিলেন। তিনি সেই শিষ্যকে বলেছিলেন, যারা ছোরা ধরে, তারা ছোরার আঘাতেই মারা যায়। যীশুকে বিনা প্রতিরোধে গ্রেপ্তার হতে দেখে শিষ্যরা ভয়ে সবাই পালিয়ে গেল। মার্ক তার মঙ্গলসমাচারে একজন যুবকের কথা বলেছেন যিনি যীশুকে অনুসরণ করছিলেন। তার খালি গায়ে চাদর জড়ানো ছিল। লোকেরা প্রায় ধরে ফেললে তিনি চাদর ফেলে পালিয়ে যান। অনেকে ধারণা করেন যে, সুসমাচার লেখক মার্ক এখানে নিজের কথাই বলছেন।

মনে রাখুন

শত শত বছর ধরে ইংল্যান্ডের ক্যান্টারবারী ক্যাথিড্রালে সংরক্ষিত ছিল চতুর্থ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের যুবরাজ এডওয়ার্ডএর একটি প্রতিমূর্তি। প্রিন্স অফ ওয়েলস এডওয়ার্ড সিংহাসনে বসার আগেই ফ্রান্সের সংগে বীরের মতো যুদ্ধ করে মারা যান। তিনি কালো তরবারি ব্যবহার করতেন বলে তাকে বলা হতো 'কৃষ্ণকায় রাজপুত্র'। তার প্রতিমূর্তির রংও ছিল কালো। কিন্তু কিছুদিন আগে প্রতিমূর্তির কালো আস্তরণ তুলে দেখা গেল যে, মূর্তিটি খাঁটি সোনার তৈরী। আগুনে যেমন সোনা পুড়িয়ে খাঁটি করা হয়, তেমনি দুঃখ-কষ্টের আবরণ মুছে গেলে আবার জীবনে আনন্দ ঝলমলিয়ে ওঠে।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

মহা-পুরোহিত/মহাযাজক

যিহুদী যাজকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পদ ছিল মহা-পুরোহিত বা মহাযাজকের। তিনি যিহুদী মহাসভার সভাপতি ছিলেন। মহা-পুরোহিত বছরে মাত্র একবারই নিজের ও ইস্রায়েলীয়দের পাপ-ক্ষমার জন্যে উৎসর্গ করা পশুর রক্ত নিয়ে উপাসনা ঘরের মহাপবিত্র স্থানে ঢুকতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যিহুদার চুম্বন কিসের প্রতীক ছিল?
ক) শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের খ) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের
গ) প্রতারণা ও অসম্মানের ঘ) আনন্দের

২। যীশু যখন গ্রেপ্তার হন, তখন সময় ছিল
ক) মধ্য রাত খ) রাতের প্রথম প্রহর
গ) শেষ রাত ঘ) প্রভাত

৩। মহা-পুরোহিতের দাসের কী হয়েছিল?
ক) শিরচ্ছেদ হয় খ) পায়ে আঘাত লাগে
গ) হাত কাটা যায় ঘ) কান কাটা যায়

পাঠ–৪ : পিতরের তিনবার যীশুকে অস্বীকার

(মার্ক ১৪:৬৬-৭২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- মোরগ ডাকার পূর্বে পিতর যে যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন, তা বলতে পারবেন।
- লোকেরা বুঝেছিল যে পিতর যীশুর সঙ্গীদের একজন, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যীশুকে অস্বীকার করার পর পিতর কেন অঝোরে কেঁদেছিলেন তা বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৮.৪.১

পিতর যখন নিচে উঠানে ছিলেন, তখন মহা-পুরোহিতের একজন চাকরাণী সেখানে আসলো। সে পিতরকে আগুন পোহাতে দেখল এবং ভাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখে বললো, "আপনিও তো ঐ নাসারতের যীশুর সংগে ছিলেন।" পিতর কিন্তু অস্বীকার করে বললেন, "তুমি কী বলছ তা আমি জানিও না, বুঝিও না।"

৮.৪.২

এই বলে পিতর বাইরের দরজার কাছে গেলেন, আর তখনই একটা মোরগ ডেকে উঠল। চাকরাণীটা পিতরকে সেখানে দেখে যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের আবার বললো, "এই লোকটি ওদের একজন।"

৮.৪.৩

পিতর আবার অস্বীকার করলেন। যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও কিছুক্ষণ পর পিতরকে বললো, "নিশ্চয়ই তুমি ওদের একজন, কারণ তুমি তো গালীলের লোক।"

৮.৪.৪

পিতর তখন নিজেকে অভিশাপ দিলেন এবং আপত্তি করে বললেন, "তোমরা যার সম্বন্ধে বলছো তাকে আমি চিনি না।"

৮.৪.৫

আর তখনই দ্বিতীয়বার মোরগ ডেকে উঠল। যীশু যে বলেছিলেন, "মোরগ দু'বার ডাকবার আগেই তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করে বলবে, তুমি আমাকে চেনো না," সেই কথা তখন পিতরের মনে পড়ল। তাতে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

সার-সংক্ষেপ

যীশুকে গ্রেপ্তারের পর মহা-পুরোহিতের বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হলো। পিতরও পিছু পিছু গিয়ে মহা-পুরোহিতের উঠোনে ঢুকলেন। তিনি পাহারাদারদের সংগে আগুন পোহাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মহা-পুরোহিতের এক দাসী পিতরকে দেখে বললো, 'নাসারতের যীশুর সংগে তুমিও ছিলে।' পিতর অস্বীকার করলেন। বাইরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবার পরে, দাসীটি সেখানে লোকদের ডেকে বললো, 'এ লোকটিও যীশুর সংগে ছিল।' পিতর আবারও আপত্তি করে অস্বীকার করলেন। এবার লোকদের একজন বলল,সে নিশ্চিত যে, পিতর যীশুর শিষ্যদের একজন। কারণ তার ভাষা ছিল গালীলীয়। পিতর অভিশাপ দিয়ে অস্বীকার করলেন। আর তখন দ্বিতীয়বার মোরগ ডেকে উঠলো। পিতরের মনে পড়লো যে, যীশু তাঁকে বলেছিলেন, দুইবার মোরগ ডাকবার আগে তিনি তিনবার যীশুকে অস্বীকার করবেন। তখন দুঃখে অনুতাপে তিনি বাইরে গিয়ে অঝোরে কাঁদলেন।

মনে রাখুন

পরীক্ষা বা প্রলোভন আকস্মিকভাবেই আসে। পিতরের ব্যর্থতা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, কেবলমাত্র যীশুর সাহায্যেই আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমরা ব্যর্থ হলেও, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করেন না। আর ব্যর্থ হলেও আমরা যদি অনুতপ্ত হই, তবে তিনি আমাদের ক্ষমা করেন এবং তাঁর কাজে নিয়োগ করেন।

প্রার্থনা

হে যীশু, আশীর্বাদ কর
যেন আমার চেয়ে অপরে বেশি ভালোবাসা পায়
যেন আমার চেয়ে অপরে বেশি মূল্যবান হয়
যেন জগতের মতানুসারে অপরে বৃদ্ধি পায়,
আর আমি ক্ষয় পাই,
যেন আমি দূরে থাকি, অপরে মনোনীত হয়,
যেন আমি অলক্ষ্যে থাকি, অপরে প্রশংসা পায়,
যেন সবকিছুতেই আমার চেয়ে অপরে বেশি স্বীকৃতি পায়,
কেবল আমার যতটুকু হওয়া উচিত
যেন ঠিক ততটুকুই পবিত্র হতে পারি।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

গালীল

প্যালেস্টাইন দেশের তিনটি প্রদেশের মধ্যে সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত প্রদেশ এটি। গালীল শব্দের অর্থ "বৃত্ত" বা "গোলাকার স্থান"। যীশু ছিলেন গালীল প্রদেশের নাসারত গ্রামের লোক। তাঁর শিষ্যদের অধিকাংশই গালীল প্রদেশের লোক ছিলেন। এই প্রদেশের কান্না নগরের বিয়ে বাড়ীতে যীশু প্রথম আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করেন। যীশু এই প্রদেশেই তাঁর জীবনের ও কাজের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন।

নাসারত/নাজারেথ

গালীল প্রদেশের একটি গ্রাম নাসারত (নাজারেথ)। এই গ্রামটি যোষেফ ও মরিয়মের বাসস্থান ছিল। এখানে স্বর্গদূত গাব্রিয়েল কুমারী মরিয়মকে দেখা দিয়ে যীশুর জন্ম সম্বন্ধে ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনার কথা জানান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কয়বার মোরগ ডাকার পূর্বে পিতরের যীশুকে অস্বীকার করার কথা যীশু বলেছিলেন?
ক) তিনবার খ) দুইবার
গ) বারবার ঘ) একবার

২। কিভাবে লোকেরা চিনেছিল যে, পিতর যীশুর সংগীদের একজন?
ক) চেহারা দেখে খ) মাছ বিক্রি করতো বলে
গ) গালীলীয় ভাষার লোক বলে ঘ) কাপড় পরার ধরন দেখে

৩। যীশুকে অস্বীকার করার পর পিতর কেন অঝোরে কেঁদেছিলেন?
ক) অনুতাপের কারণে খ) লজ্জার কারণে
গ) আবেগাপ্লুত হয়ে ঘ) ভয়ার্ত হয়ে

পাঠ–৫ :পুরোহিত ও শাসকদের সামনে যীশুর বিচার
(মার্ক ১৪:৫৩-৬৫; ১৫:১-১৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- যীশুর সময়ে কে মৃত্যুদন্ড দিতে পারতো তা বলতে পারবেন।
- যীশুর বিরুদ্ধে হত্যার সূত্র খুঁজতে মহাপুরোহিতের তৃতীয় পন্থা কী ছিল, তা বলতে পারবেন।
- লোকদের সন্তুষ্ট করার জন্যে পীলাত যীশুকে নিয়ে কী করলেন, তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৮.৫.১

সেই লোকেরা যীশুকে নিয়ে মহাপুরোহিতের কাছে গেল। সেখানে প্রধান পুরোহিতেরা, বৃদ্ধ নেতারা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা একসংগে জড়ো হলেন। পিতর দূরে দূরে থেকে যীশুর পিছনে যেতে যেতে মহাপুরোহিতের উঠানে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে রক্ষীদের সংগে বসে তিনি আগুন পোহাতে লাগলেন।

৮.৫.২

প্রধান পুরোহিতেরা এবং মহাসভার সমস্ত লোকেরা যীশুকে মেরে ফেলবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের খোঁজ করছিলেন, কিন্তু কোন সাক্ষ্যই তাঁরা পেলেন না। যীশুর বিরুদ্ধে অনেকেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল কিন্তু তাদের সাক্ষ্য মিলল না। তখন কয়েকজন উঠে তাঁর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা সাক্ষ্য দিল, "আমরা ওকে বলতে শুনেছি, 'মানুষের তৈরী এই উপাসনা-ঘর আমি ভেংগে ফেলব এবং তিন দিনের মধ্যে এমন একটা উপাসনা-ঘর তৈরি করব যা মানুষের তৈরী নয়।' " কিন্তু তবুও তাদের সাক্ষ্য মিলল না।

৮.৫.৩

তখন মহাপুরোহিত সকলের সামনে দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কোন উত্তরই দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এই লোকেরা এই সব কী সাক্ষ্য দিচ্ছে?" যীশু কিন্ড়ু উত্তর না দিয়ে চুপ করেই রইলেন। মহাপুরোহিত আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি পরমধন্য ঈশ্বরের পুত্র মশীহ?" যীশু বললেন, "আমিই সে-ই। আপনারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান দিকে মনুষ্যপুত্রকে বসে থাকতে দেখবেন এবং আকাশে মেঘের সংগে আসতে দেখবেন।"

৮.৫.৪

এতে মহাপুরোহিত তাঁর কাপড় ছিঁড়ে বললেন, "আর সাক্ষীর আমাদের কী দরকার? আপনারা তো শুনলেনই যে, ও ঈশ্বরকে অপমান করল। আপনারা কী মনে করেন?" তাঁরা সবাই যীশুকে মৃত্যুর শাস্তি পাবার উপযুক্ত বলে স্থির করলেন। তখন কয়েকজন তাঁর গায়ে থুথু দিল এবং তাঁর মুখ ঢেকে তাঁকে ঘুষি মেরে বলল, "বল্ দেখি, কে তোকে মারল?" তারপর পাহারাদারেরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে মারতে লাগল।

৮.৫.৫ পীলাতের সামনে যীশু

প্রধান পুরোহিতেরা খুব ভোরে বৃদ্ধ নেতাদের, ধর্ম-শিক্ষকদের ও মহাসভার সমস্ত লোকদের সংগে একটা পরামর্শ করলেন। তারপর তাঁরা যীশুকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে তাঁকে রোমীয় প্রধান শাসনকর্তা পীলাতের হাতে দিলেন। তখন পীলাত যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি যিহুদীদের রাজা?" যীশু উত্তর দিলেন, "আপনি ঠিক কথাই বলছেন।" প্রধান পুরোহিতেরা যীশুর নামে অনেক দোষ দিলেন। এতে পীলাত আবার যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি উত্তর দেবে না? দেখ, তারা তোমাকে কত দোষ দিচ্ছে।" যীশু কিন্তু আর কোন উত্তরই দিলেন না। এতে পীলাত আশ্চর্য হলেন।

৮.৫.৬

উদ্ধার-পর্বের সময়ে লোকেরা যে কয়েদীকে চাইত পীলাত তাকে ছেড়ে দিতেন। সেই সময় বারাব্বা নামে একজন লোক জেলখানায় বন্দী ছিল। বিদ্রোহের সময় সে বিদ্রোহীদের সংগে থেকে খুন করেছিল। লোকেরা পীলাতের কাছে এসে বলল, "আপনি সব সময় যা করে থাকেন এখন তাই করুন।"

৮.৫.৭

পীলাত তাদের বললেন, "তোমরা কি চাও যে, আমি যিহুদীদের রাজাকে ছেড়ে দিই?" প্রধান পুরোহিতেরা যে হিংসা করেই যীশুকে তাঁর হাতে দিয়েছেন পীলাত তা জানতেন। কিন্তু প্রধান পুরোহিতেরা লোকদের উস্কিয়ে দিলেন যেন তারা যীশুর বদলে বারাব্বাকে চেয়ে নেয়।

৮.৫.৮

পীলাত আবার লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে তোমরা যাকে যিহুদীদের রাজা বল তাকে নিয়ে আমি কী করব?" লোকেরা চেঁচিয়ে বলল, "ওকে ক্রুশে দিন।" পীলাত বললেন, "কেন, সে কী দোষ করেছে?" কিন্তু লোকেরা আরও জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "ওকে ক্রুশে দিন।" তখন পীলাত লোকদের সন্তুষ্ট করবার জন্য বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে দিলেন, আর যীশুকে ভীষণভাবে চাবুক মারবার হুকুম দিয়ে ক্রুশে দেবার জন্য দিলেন।

সার-সংক্ষেপ

যিহুদী নেতারা ঠিক করেছিল যে যীশুকে মরতেই হবে। গ্রেপ্তার করার পর তার বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দার অভিযোগ এনে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে এবং সেই অপরাধের জন্য তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করতে হবে। যীশুর সময়ে কেবল রোম সরকারই মৃত্যুদন্ড দিতে পারত।

মহা-পুরোহিত যীশুকে হত্যার সূত্র তিনভাবে খুঁজেছিলেন। প্রথমে তিনি যীশুর মতবাদ নিয়ে বিচার শুরু করলেন। দ্বিতীয় পথে মিথ্যা সাক্ষী এনে দোষ ধরতে চেষ্টা করলেন। তৃতীয় পথে সরাসরি যীশুকে প্রশ্ন করলেন, "তুমিই কি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র?" যীশু নিঃসংকোচে স্বীকার করলেন। সুতরাং তিনি ঈশ্বর-নিন্দার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলেন। ঈশ্বর-নিন্দার শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড।

পীলাত ছিলেন রোমীয় শাসক। তিনি রাজদ্রোহিতার দোষ খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু যীশুকে নির্দোষ পেলেন। তখন পীলাত যীশুকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করলে জনতা তাকে চ্যালেঞ্জ করল। নিস্তারপর্বের সময় একজন বন্দীকে মুক্ত করে দেওয়া হতো। জনতা যীশুর পরিবর্তে বারাব্বাকে মুক্তি দেবার দাবী জানাল। সেই বারাব্বা ছিল একজন কুখ্যাত অপরাধী। তথাপি লোকদের সন্তুষ্ট করার জন্য পীলাত বারাব্বাকে মুক্ত করে দিলেন এবং যীশুকেই ক্রুশে প্রাণদন্ডের আদেশ দিলেন।

মনে রাখুন

নরম চুনাপাথর প্রচন্ড উত্তাপ ও চাপের ফলে সুন্দর মার্বেল পাথরে পরিণত হয়। বিপদের উত্তাপ ও পরীক্ষার চাপ জীবনের সৌন্দর্য ও পূর্ণতা নিয়ে আসে। ঈশ্বরের প্রেমের পথে আনন্দ ও ব্যথা এক সংগে মিলে খ্রীষ্টিয় চরিত্রের জন্ম দেয়। আমাদের জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের জন্যে অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। সেই পথ কিন্তু সব সময় নিষ্কন্টক হয় না অর্থাৎ আনন্দ ও শান্তিতে ভরা নয়।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

মহাসভা

যিহুদী জাতির আইনসভা। এই মহাসভাতে তিন শ্রেণীর সদস্য ছিল: যাজক, প্রাচীনবর্গ এবং অধ্যক্ষ। এই মহাসভায় ৭০ জন সদস্য থাকতেন এবং মহা-পুরোহিত ছিলেন সভাপতি। কেবল মৃত্যুদন্ড ছাড়া এই ধর্মীয় আদালতে অন্যান্য সমস্ত বিচার নিস্পত্তি হতো।

পীলাত

যিহুদার ৬ষ্ঠ রোমীয় দেশাধ্যক্ষ। তিনি ২৬ থেকে ৩৬ খ্রী: পর্যন্ত দেশাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি কৈসরিয়ায় থাকতেন। জেরুজালেমে বিচারের জন্যে তার কাছে যীশুকে আনা হয়েছিল। তিনি যীশুর কোন দোষ না পেলেও জনতার চাপে পড়ে নৈতিক বল হারিয়ে ফেলেন এবং যিহুদীদের দাবী মেনে নিয়ে যীশুকে প্রাণদন্ড দেন।

বারাব্বা

দেশদ্রোহিতার দায়ে সে বন্দী ছিল, আর সেই সংগে তার খুনের অপরাধও ছিল। যীশুকে যখন অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় তখন বারাব্বা কারাগারে বন্দী ছিল। জনতা যীশুর পরিবর্তে বারাব্বার মুক্তি দাবী করে। পীলাত জনতার চাপে বারাব্বাকে ছেড়ে দিয়ে যীশুকে প্রাণদন্ড দেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশুর সময়ে কে মৃত্যুদন্ড দিতে পারতেন?

ক) যিহুদী নেতারা
খ) জনসাধারণ
গ) রোম সরকার
ঘ) ধর্ম শিক্ষকেরা

২। যীশুকে হত্যার সূত্র খুঁজতে মহাপুরোহিতের তৃতীয় পন্থা কী ছিল?
ক) যীশুর মতবাদ নিয়ে বিচার করা
খ) মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করানো
গ) সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা
ঘ) জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা

৩। লোকদের সন্তুষ্ট করার জন্যে পীলাত যীশুকে নিয়ে কী করলেন?
ক) যীশুকে কারাগারে আটকে রাখলেন
খ) জামিন দিতে অস্বীকার করলেন
গ) আবার বিচার করবেন বলে আদালত মুলতবী করলেন
ঘ) প্রাণদন্ড দিলেন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিষ্যরা কিভাবে বুঝেছিলেন যে, যীশু শহরে এই অতিথি-ঘরে উদ্ধার পর্বের ভোজ পালন করবেন? (৮.১.১, ৮.১.২, ৮.১.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)

২। যীশুকে যে ধরিয়ে দেবে তার সম্পর্কে যীশু কী বলেছিলেন? (৮.১.৩, ৮.১.৪ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৩। নিস্তারপর্ব উৎসবের বর্ণনা দিন এবং প্রভু যীশু কিভাবে এই উৎসবের নতুন অর্থ দিলেন তা লিখুন। (৮.১.৫ অনুচ্ছেদ ও সার-সংক্ষেপ দেখুন)

৪। গেৎসিমানী বাগানে যীশুর মনের অবস্থা কেমন ছিল এবং তিনি তিনবার কী বলে প্রার্থনা করেছিলেন? (৮.২.১, ৮.২.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৫। 'দুঃখের পেয়ালা' কথাটির মধ্যে যে গভীর অর্থ আছে, তা বর্ণনা করুন। (৮.২.২ অনুচ্ছেদ ও সার-সংক্ষেপ দেখুন)

৬। যিহুদা কিভাবে যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল তা বর্ণনা করুন (৮.৩.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৭। প্রভু যীশু কিভাবে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং গেপ্তারের সময় যীশু কী বলেছিলেন? (৮.৩.২, ৮.৩.৩ অনুচ্ছেদ এবং সার-সংক্ষেপ দেখুন)

৮। পিতর কয়বার এবং কিভাবে যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন? (৮.৪.১, ৮.৪.২, ৮.৪.৩, ৮.৪.৪ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৯। পিতরের অনুতাপের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করুন। (৮.৪.৬ অনুচ্ছেদ এবং সার-সংক্ষেপ দেখুন)

১০। যীশুর বিরুদ্ধে যিহুদী নেতাদের কী অভিযোগ ছিল? কিভাবে তা প্রমাণিত হলো? (৮.৫.২, ৮.৫.৩, ৮.৫.৪ অনুচ্ছেদ দেখুন)

১১। মহা-পুরোহিত যীশুকে হত্যা করার যে তিনটি সূত্র খুঁজেছিলেন তার বর্ণনা করুন? (৮.৫-এর সার-সংক্ষেপ দেখুন)

১২। যীশুকে মুক্ত করার জন্যে পীলাত কী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং কেন তিনি ব্যর্থ হলেন, তা লিখুন? (৮.৫.৬, ৮.৫.৭, ৮.৫.৮ অনুচ্ছেদ দেখুন)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.১
১। ক, ২। খ, ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.২
১। ক, ২। গ, ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৩
১। গ, ২। ক, ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৪
১। খ, ২। গ, ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৫
১। গ, ২। গ, ৩। ঘ